গাড়ী চলেনা, চলেনা, চলেনারে.........গাড়ি চলেনা...
সঞ্জীবদা তুমি চলে গেলে, কেন বন্ধু, কোন অভিমানে...

সদেরা সুজন

শোকে বিহ্বল সঞ্জীব চৌধুরীর সহধর্মিণী শিল্পী ও মেয়ে কিংবদন্তী —মেহরাজ

বড্ড অসময়ে চলে গেলেন আমার প্রিয় মানুষ সুনামগঞ্জ পৌরসভার হেট্রিককরা তিনবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান জনপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব নগর পিতা কবি মমিনুল মউজদীন। তাঁর অবেলার মহাপ্রয়ানে আমি প্রবাসে থেকেও ছিলাম শোকাহত। তাঁর মতো এমন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক এবং বিশাল বুকের মানুষরা কেন যেন মনে হয় দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মাটি থেকে। তিনি সুনামগঞ্জের নগর পিতা হলে তিনি ছিলেন সারা দেশের মানুষের কাছে ব্যাতিক্রমধর্মী পৌর চেয়ারম্যান। নিরহংকার, সৎ, ভদ্র এবং বিনয়ী জনপ্রিয় জন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে। চন্দ্রালোকের আলোকিত মানুষ আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব মউজদীন ভাইর সপরিবারের মৃত্যুতে আমরা যখন শোকাহত, ভারাক্রান্ত ঠিক তখনই বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো মরনঘাতি সাইক্লোন সিডরের বিরামহীন ১০ নম্বর বিপদ সংকেত দেখে বুক কাঁপছিলো আর ভাবছিলাম বিদেশে থেকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আর কত দুসংবাদ শুনতে হবে আর কতো স্বজন হারানোর বেদনা সইতে হবে আর কতো কাঁদতে হবে অসময়ে স্বজন হারানোর কষ্ট যন্ত্রনায়। সাইক্লোন সিডরের আক্রমন শুরু হতে না হতেই বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে হেড শিরোনামে দেখতে হলো আমার জন্য আরো এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ। টেলিভিশনের সাবটাইটেলে বারবার দেখানো হচ্ছে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সঞ্জীব চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ, জীবন মৃত্যুর মুখোমখি! সংবাদটি দেখে চোখে অন্ধকার নেমে আসে, নিজের অজান্তে চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করে, চিৎকার দিয়ে উঠলাম, অসম্ভব, তা হতে পারে না, আমার সমসাময়িক কৈশোর-যৌবনের ফেলে আসা দিনগুলোর প্রিয় বন্ধু, স্বজন, আত্মার আত্মীয় সঞ্জীব তুমি এতো সকাল চলে যেতে পারো না, এতো অবেলায় তোমার সূর্য অস্তমিত হতে পারেনা। না, না, না, তা হতে পারেনা, নিষ্ঠুর পৃথিবী তোমাকে আমাদের মাঝ থেকে কেড়ে নিতে পারেনা, দেশ-জাতি বাংলা জননী তোমাকে চায়, তোমার মতো সৃষ্টিশীল মানুষ বড্ড প্রয়োজন বাংলাদেশে।

সঞ্জীবদার মৃত্যুতে বেশ ক'দিন চোখে ঘুম নেই। সঞ্জীব চৌধুরী ছিলো সৃষ্টিশীল সুন্দর মনের মানুষ। সঞ্জীব নিজের মেধা ও মনন ব্যাপ্ত করেছে তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিলো অসাধারণ মেধাবী, ভদ্র, সৎ ও সুন্দরের পথিক। আমার বন্ধু সঞ্জীব চৌধুরী শুধু বাংলাদেশের খ্যাতিমান সঙ্গীত শিল্পীই ছিলোনা, সে ছিলো একাধারে সৎ নির্লোভ কর্মট সাংবাদিক, লেখক, কবি, গল্পকার, অভিনেতা, সংগঠক, গীতিকার, সুন্দরের আড্ডাবাজ, সুরকারসহ বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী পরোপকারী নিরহংকার সাদা মনের মানুষ। দেশ ও দেশের মানুষের দুঃসময়ে মানবতার ডাকে আমার বন্ধু ছিলো অতন্ত্র প্রহরী। আমার প্রিয় বন্ধু স্বজন সঞ্জীব চৌধুরীকে দেখেছি অসাধারণ প্রতিভার মানুষ হয়ে ছিলো অত্যন্ত সাধারন স্বাভাবিক ছন্নছাড়া বাউল প্রকৃতির আড্ডাবাজ অথচো সৃষ্টিশীল প্রকৃতির প্রচার বিমূখ লোক। আমার কাছে সে ছিলো আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমার বন্ধু ও প্রিয় স্বজন সঞ্জীব চৌধুরীকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন তারাই বলতে পারবেন সে কতো উচ্চমানের ভালো মানুষ ছিলো। সে ছিলো আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী শিল্পী ও সাংবাদিক লেখক। তাঁর কাছে ধর্ম ছিলো আর্ত মানবতার কাছে ছোট। সে সব সময় বলতো মানুষ না বাঁচলে ধর্ম দিয়ে কী হবে, ধর্মতো মানুষের জন্যই। আমার বিশ্বাস অল্প বয়সে আমার বন্ধু যেসব সৃষ্টিশীল কাজ করেছে তার জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে বেঁচে থাকবে অনাদিকাল। ছাত্র জীবনে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে আমাদের মধ্যে ছিলো ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী, বন্ধু সঞ্জীব আমাকে শ্রেনী বিন্যাসের কথা শোনাতো সমাজতন্ত্রের কথা বলতো আর আমি তাঁকে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কথা আর মুজিবাদর্শের কথা শোনাতাম।

দেশের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সাংবাদিক, গানের মানুষ প্রাণের মানুষ হিসেবে নন্দিত ব্যক্তিত্ব সঞ্জীব চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবনে ছিলো অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণখোলা স্বভাবের। সহজেই যে কোন আড্ডার মধ্যমণি হয়ে উঠতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আর বিপুলসংখ্যক তরুণ ভক্তের কাছে সে ছিলো 'সঞ্জীবন' নামে খ্যাত।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

হয়নি। সে ছিলো মাটির মানুষ। রাগ, ক্ষোভ, বিদ্বেশ, অন্যের সমালোচনা, হিংসা, অসৎ চিন্তা কোনোকিছুই তার কা সে ছাত্র ইউনিয়ন আর আমি ছাত্রলীগ করলেও আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো খারাপ সর্ম্পকের সৃষ্টি হ ছিলোনা। সে ছিলো মানব কল্যাণে মানব ধর্মে বিশ্বাসী ফলেই মৃত্যুর পরও তাঁর দেহটি মেডিক্যাল কলেজকে দান করে দিয়েছে মানব কল্যাণে। ধর্মান্ধ যুদ্ধ বিগ্রহের পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় মানবতাবাদী মানুষ ক'জন জন্ম নেয় এই সময়ে! তাঁর আদর্শ আমার কাছে পরম পুজনীয়। এরকমের মানুষ ক'জন জন্ম নিচ্ছে এ ধর্মান্ধ পৃথিবীতে?

আজ আমার প্রিয় বন্ধু সঞ্জিব চৌধুরী নেই, রেখে গেছে হাজারো স্মৃতি আর সৃষ্টিশীল কর্ম, আমার বিশ্বাস সে বেঁচে থাকবে তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে। সঞ্জীব চৌধুরী তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী প্রজ্ঞা চার বছরের শিশু কন্যা কিংবদন্তিসহ দেশের কোটি কোটি ভক্ত রেখে গেছে। সবাই কাঁদছে। কাঁদছে আমার মত হাজার হাজার প্রবাসীরাও। কেউই চায়নি সঞ্জীবদা এত অবেলায় চলে যাবে।

জন্ম-মৃত্যু শ্বাশত। সেটাকে মেনে নিতেই হবে। আজ যখন আমার চার বছরের ছেলে সৌভিকের সঙ্গে কথা বলি ও যখন বাপ্পি বলে ডাকে তখনই আমার বন্ধু সঞ্জীবের কন্যা কিংবদন্তির কথা মনে হয় কিংবদন্তির বয়স মাত্র ৪ বছর তখন চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়, ঈশ্বরের কাছে জানতে ইচ্ছে হয় একী তোমার বিচার?

পরিশেষে বলতে চাই আমার বন্ধু বাংলাদেশের প্রিয় মাটি ও মানুষের কাছে বেঁচে থাকুক অনাদিকাল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায়।

সদেরা সুজন
সাংবাদিক, কলাম লেখক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতি সংগ্রাহক এবং বিশেষ প্রতিনিধি এনওয়াইবাংলাডটকম।
মন্ট্রিয়ল, ২৭.১১.২০০৭

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com